শ্রী রামচন্দ্র মিশন®

নভেম্বর ২০১০ ৩য় বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

India ECHOES
ONE WORLD ONE HUMANITY

For Private Circulation Only

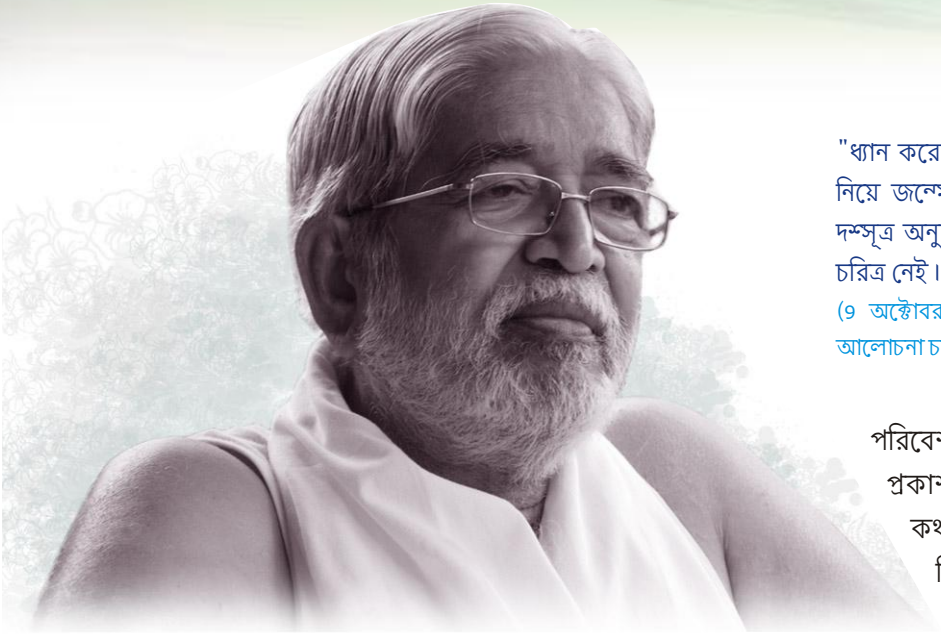

"ধ্যান করো, ধীরে ধীরে সবকিছু অপসারণ করো, দেখবে আমি যে চরিত্র নিয়ে জন্মেছিলাম, যদি আমার সাধনা যথাযত থাকে, নিয়মিত থাকে, দস্সূত্র অনুযায়ী থাকে, তাহলে আমি দেখবো আমার আত্মার আর কোন চরিত্র নেই।"

(9 অক্টোবর 2010 – চেন্নাইতে অনুষ্ঠিত কর্মকর্তাদের চরিত্র উন্নয়ন বিষয়ক আলোচনা চক্রে প্রদত্ত ভাষণ থেকে উদ্ধৃত)

২১ সেপ্টেম্বর উত্তর আমেরিকানদের সমাবেশের পর গুরুদেব আশ্রম ও গায়েত্রীর মধ্যে সময় অতিবাহিত করেন। পুরো সপ্তাহ গায়েত্রীতে থেকে সপ্তাহশেষে তিনি আশ্রমে আসতেন । গায়েত্রীতে তিনি অভ্যাসীদের সঙ্গে দেখা করতেন এবং সৎসঙ্গও পরিচালনা করতেন।

একদিন গায়ত্রীতে এক কফি চক্রে ডাক্তার ও রোগীর সম্পর্কের বিষয়ে কথোপকথনের সময় তিনি বলেন, "বিশ্বাসহীনতার থেকেই ভয়ের উদ্রেক হয়"।

৯ থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর পুরো দুই সপ্তাহ তিনি আশ্রমে কাটান।

১৬ সেপ্টেম্বর তিনি পুদুচেরীতে (প্রাক্তন পন্ডিচেরী) একদিনের জন্য যান । সেখানে পুদুচেরী, কুড্ডালোর, ভিল্লুপুরম এবং নেইভেলি কেন্দ্রের প্রায় ৬০ জন অভ্যাসী ও ২০ জন শিশু ডুনো ইকো রেসর্টে তাঁকে উষ্ণ সম্বর্ধনা জানান। অভ্যাসীদের থাকা, খাওয়া ও সৎসঙ্গের জন্য জহর নভোদয় বিদ্যালয়ে ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

সন্ধ্যাবেলা স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা গুরুদেবকে ভজনের মাধ্যমে স্বাগত জানান, এরপর তিনি সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন।

১৭ সেপ্টেম্বর গুরুদেব সৎসঙ্গ পরিচালনা করার পর ভ্রাঃ অজয় ভট্টর ভাষণ দেন এবং ভঃ ভার্জিন কথকের আঙ্গিকে এক মনোরম নৃত্য পরিবেশন করেন। স্কুলের দশ জন সদস্য ধ্যান শুরু করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁর সঙ্গে ভ্রমণরত ছোট দলের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে এবং বিশ্রাম নিয়ে তিনি সময় কাটান। গুরুদেব বিকেল ৪–১৫ মিনিটে চেন্নাই–এর উদ্দেশ্যে রওনা হন। গুটিকতক অভ্যাসীদের কাছে এ ছিল গুরুদেবের এক চমকপ্রদ উপহার।

গুরুদেব বেশ কয়েকবার ওমেগা স্কুল পরিদর্শন করেন। একবার হস্টেলের ছাত্রদের সঙ্গে ক্রিকেট ম্যাচ দেখার জন্য আর একবার তাদের সঙ্গে নৈশ ভোজের জন্য। কিছু ছাত্রছাত্রীর সঙ্গীত পরিবেশনা শোনার পর তিনি বলেন, স্কুলে আরও অনেক সঙ্গীত চর্চা হতে পারে। তিনি বলেন, ছাত্রদের জ্ঞান অর্জনের থেকে বেশী সযত্ন হওয়া উচিত প্রজ্ঞার প্রতি। তাঁর মতে, স্কুল হার্ভাডের মত হওয়ার চেয়ে বরং অধিক আধ্যাত্মিক মানের হওয়া তাঁর কাছে কাম্য।

লাগাতার দুমাস গুরুদেব চেন্নাইতে থাকায়, চেন্নাই–এর অভ্যাসীরা খুবই খুশী। তারা ঘন ঘন তাঁর সাক্ষাতের সুযোগ পান। স্থানীয় অভ্যাসীরা অনায়াসে কটেজে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারেন এবং সৎসঙ্গ পরিচালনার সময়ও দেখা করার সুযোগ পান।

রবিবার সৎসঙ্গ সকলের জন্য এক আনন্দের ব্যাপার। সপ্তাহান্তে গুরুদেবকে দেখার জন্য সারা সপ্তাহ অভ্যাসীরা উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকেন। হুবলি, দিন্দিগুল ও অন্যান্য কেন্দ্রের অভ্যাসীরা গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করে আশীর্বাদ পুষ্ট হন।

ঐশী প্রেমিক–প্রেমিকা রাধা–কৃষ্ণের এক সুন্দর যুগল মূর্তি গুরুদেব কটেজের পূর্ব কোণে স্থাপন করেন। পূজা, শ্রদ্ধা এবং অর্চনা মূল ফটকের ধারে আগেই স্থাপিত হয়েছে। গঙ্গার মূর্তি ধ্যান কক্ষের দিকে মুখ করে স্থাপন করার পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি চলছে।

৯ থেকে ১২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাবুজী মেমোরিয়াল আশ্রমে 'চরিত্র উন্নয়নের উপর' এক আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে মিশনের কর্মকর্তা, তথা, কার্যকরী কমিটির সদস্য, আঞ্চলিক কর্মকর্তা, কেন্দ্র অধিকর্তা ও আরও নান বিভাগের কর্মকর্তারা প্রায় ২০০ জন উপস্থিত ছিলেন।

কর্মকর্তাদের কাছে গুরুদেবের স্পষ্ট বক্তব্য ছিল অপরকে পরিবর্তনের আগে তাদের পরিবর্তিত হতে হবে। ৯ তারিখ সন্ধ্যায় প্রতিনিধিরা সমবেত হলে গুরুদেব হঠাৎ তাদের সঙ্গে ডরমিটরি 'এ' তে নৈশভোজ করার সিদ্ধান্ত নেন। এই আয়োজনে তাঁকে বেশ উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল। তিনি বলেন আমি অংশগ্রহণকারীদের মনে ভ্রম সৃষ্টি করতে চাই। কারণ ভ্রম থেকেই সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যায়।

তাঁর কথার সত্যতা তাঁর উদ্বোধনী ভাষনেই তুলে ধরলেন। তিনি বেদ, মহাভারত, গীতা, রামায়ণ এসবের প্রতি আমাদের বিশ্বাসের উপর প্রশ্ন তোলেন এবং এদের পরস্পরবিরোধী উক্তি নৈতিকতা ও চরিত্র সম্পর্কে ভ্রমাত্মক দৃষ্টিভঙ্গীর অবতারণা করে। সবশেষে তিনি বলেন, আমাদের হৃদয়ের দ্বারস্থ হতে হবে, এছাড়া কোনও উপায় নেই। পরে তিনি বলেন যে, তাঁর ভাষণের মাধ্যমে তিনি অনেক কিছু ধ্বংস করে দিয়েছেন। গুরুদেব বলেন, "যে চিন্তা করে সে সাহসী। আমাদের উচিত দুঃসাহসী হয়ে চিন্তা করা"।

চরিত্র বিষয়ক আলোচনায় অংশগ্রহণকারী বক্তারা নানা দিক তুলে ধরেন। যোগ বিষয়ে আলোকপাত করেন ভ্রাঃ কে.এস.বালসুব্রামনিয়াম, লালাজী মহারাজের শিক্ষার উপর আলোকপাত করেন ভ্রাঃ সন্তোষ শ্রীনিবাসন। শিক্ষার মূল্যবোধের উপর ভাষণ দেন ভ্রাঃ এস. ভবানীশঙ্কর, ব্যবসায় চরিত্রের ভূমিকার উপর ভ্রাঃ প্রমোদ সারদজোশী উল্লেখযোগ্য বক্তব্য পেশ করেন এবং এর প্রকাশ ও নৈতিকতার উপর ভাষণ দেন ভ্রাঃ পি.আর.কৃষ্ণা এবং মানসিকতা প্রসঙ্গে আলোকপাত করেন ভ্রাঃ ক্যাপ্টেন বি. চক্রপাণি। দশসূত্রের উপর বক্তব্য রাখেন ভ্রাঃ এস. প্রকাশ। অংশগ্রহণ কারীরা তাদের প্রদত্ত বিষয়ের উপর বিতর্কে সামিল হন এবং পুর্ণ অধিবেশনে তা পেশ করেন।

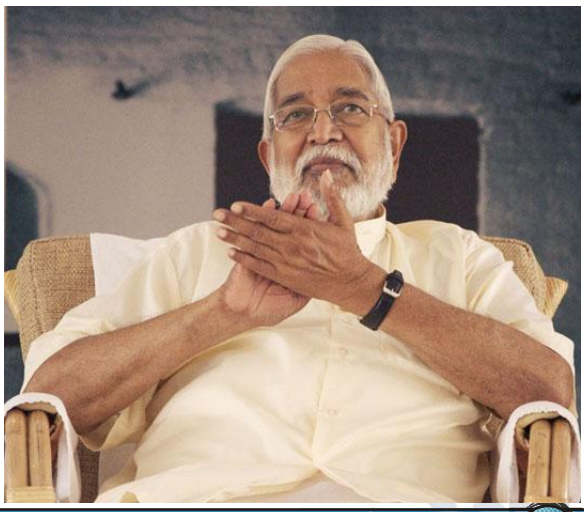

১২ তারিখের সমাপ্তি ভাষণে ডঃ অনুরাধা ভাটিয়া গুরুদেবের ভাষণের মূল অংশগুলি একত্র করে তুলে ধরেন যাতে স্পষ্ট বলা হয়েছে আমাদের চরিত্র ও মানসিকতার পরিবর্তনের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

❖এমনকি সাধারণ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও আমাদের পরিবর্তনের প্রয়োজন।

❖ব্যক্তিগত কষ্টভোগ ছাড়া আধ্যাত্মিক প্রগতি সম্ভব নয়। বাবুজী মহারাজ তাই বলেছেন মিশনে আমরা অভ্যাসীদের কোনরকম আরামের ব্যবস্থা করি না।

❖মানসিক অবনমন AIDS এর মতো এক মারাত্মক রোগ সৃষ্টি করে। এটাই একমাত্র বিষয় যা পাশ্চাত্যে নারী–পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে নৈতিকতাকে ধ্বংস করে দিয়েছে।

❖যে এই পৃথিবীকে কিছুই দেয়নি, অথচ শুধু নিতে (প্রাকৃতিক সম্পদ) চায়, সেও অমানবিক।

❖প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশী অর্থ থাকলে তোমার বিপথে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। আমাদের অনেক অভ্যাসী এই কারণে সমস্যা জর্জরিত এবং অধিক অর্থলোভে ধ্বংসের মুখে।

❖ভারতে যৌন সংক্রান্ত নৈতিকতার উপর অনেক বেশী জোর দেওয়া হয় এবং অন্যান্য অমানবিকতার উপর কতক নরম দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ করা হয়।

❖প্রশিক্ষকরা যারা মিশনের ধমনী, তাদের উচিত আলস্য পরিত্যাগ করে গুরুদেবের প্রতি বিশ্বস্ত হওয়া ও কাজে মন দেওয়া।

ভ্রাঃ রাজেশ রাথোড় সমগ্র আলোচনা চক্র তত্ত্বাবধান করেন এবং আশ্রম ম্যানেজার ভ্রাঃ সত্যনারায়ণ অন্যান্য ব্যবস্থাপনার তদারকী করেন। গুরুদেবের ভাষণ, উপস্থিতি ও আলোচনা এবং মননের পরিসর নিঃসন্দেহে অংশগ্রহনকারীদের উদবুদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছে।

১৪ থেকে ১৯ অক্টোবর ওসেনিক ও ল্যাটিন–আমেরিকান সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। গুরুদেব তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বলেন যে, মানাপাক্কাম আশ্রমে আসার অর্থ হল মায়ের ঘরে আসা, আধ্যাত্মিক আবাসে আসা। তিনি বলেন, "আমরা এখানে আসি আমাদের হৃদয়কে উন্নত করতে, পরিস্কার করতে, বিশুদ্ধ করে তাকে তার আসল অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে। কারণ হৃদয় হল প্রেমের একমাত্র যন্ত্র যা মানবীয়

গুণাগুণ অর্থাৎ দয়া, করুণা, অপরের প্রতি প্রযত্ন ইত্যাদিকে প্রকাশ করতে পারে। এসবই আজ প্রায় বিলুপ্তির পথে"।

ছ'দিনের মধ্যে পাঁচদিনই তিনি সকালের সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। কিছু বিবাহ তিনি সম্পন্ন করান। ভ্রাঃ পি.আর.কৃষ্ণা "বিভেদের মাঝে মিলন" এর উপর বক্তব্য পেশ করেন এবং ভ্রাঃ সন্তোষ খান্‌জির বক্তব্য ছিল "তিনি এবং আমি" –র উপর।

সন্ধ্যাবেলা গুরুদেব দলে দলে ভাগ করে সব অভ্যাসীদের সঙ্গে কটেজে দেখা করেন ও বার্তালাপ করেন। তিনি নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার বার্ষিক সাধারণ সভাতেও যোগ দেন। ৫০০ জন অভ্যাসীর মধ্যে ১০০ জন ল্যাটিন আমেরিকা থেকে আগত, ১৫ জন লা–রিইউনিয়ন থেকে ও বাকীরা ওসেনিয়া থেকে এসেছিলেন।

গুরুদেব রোজ সকালে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। উদ্বোধনী ও সমাপ্তি দুটি ভাষণই তিনি প্রদান করেন।

SMRITI স্বেচ্ছাসেবী সমাবেশ, এম.পি.

মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন কেন্দ্রের SMRITI স্বেচ্ছাসেবীদের নিয়ে গত ২২ আগস্ট ২০১০ জবলপুর আশ্রমে এক মিটিং এর আয়োজন করা হয়। শুধু ইন্দোর বা ভোপালের মতো বড় কেন্দ্র নয়, বরং বালাঘাট, টিকমগড়, জাওরা, সোহাগপুর, গাইরাসপুর, টায়োনডা, গঞ্জবাসোডা, ইটার্সী, রেওয়া, নস্‌রুলগঞ্জ এর মতো ছোট ছোট কেন্দ্রগুলিও এতে অংশগ্রহণ করে। আঞ্চলিক স্তরে এই ছিল প্রথম সমাবেশ, ফলে প্রত্যেকের মধ্যে এক বিপুল উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীর নিজ নিজ পরিচয় প্রদান পর্বের পর ভ্রাঃ রাজেশ রাভেরকর অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানান। ভ্রাঃ বিনোদ "হুইস্‌পার ফ্রম্ দ্য ব্রাইটার ওয়ার্ল্ড" থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করেন।

VBSE র বিভিন্ন দিক এখানে আলোচিত হয়। আলোচনায় এই সিদ্ধান্ত হয় যে, প্রত্যেক কেন্দ্র প্রাথমিকভাবে একটি স্কুল সনাক্ত করে তাতে VBSE কার্যক্রম আরোপ করতে চেষ্টা করবে। যুবগোষ্ঠীর জন্য আরও নানা ধরণের কার্যক্রম চালু করার কথা চিন্তা করা হয়। প্রেম ও ভ্রাতৃত্বের এক গভীর বন্ধন সকলের মধ্যে উপলব্ধ হয়।

নতুন কর্মনিয়োগ

ভ্রাঃ ইউ.পি.ধাওয়ান খড়গ্‌পুর CREST এর সহ–পরিচালক হিসেবে 1 নভেম্বর 2010 থেকে নিয়োজিত হন।

অতীতের গভীর গহনে

1976 সালের জুন মাসে গুরুদেব বাবুজী মহারাজের সঙ্গে ইউরোপ সফরে যান। এই সময় তাঁরা ডেনমার্ক, জার্মানী, সুইজারল্যা, ফ্রান্স এবং ইটালী পরিদর্শন করেন। এই সফরের বিবরণী প্রথমে 'ইউরোপে সহজমার্গ' বইতে প্রকাশিত হয়, যা পরে 'যাত্রা'র প্রথম খণ্ডে সংকলিত হয়।

এই সফরের বিশদ বর্ণনায় গুরুদেব তাঁর প্রিয়তম গুরু বাবুজী মহারাজের প্রতি প্রেমসিক্ত প্রযত্নের চিত্র ফুটিয়ে তোলেন এবং তাঁদের সম্পর্কের এক উল্লেখযোগ্য দিক সেখানে প্রতিফলিত হয়। মিশনের কাজে অক্লান্ত পরিশ্রমের নিদর্শন হিসাবে যা প্রতিফলিত হয়েছিল, তা হল, রোজ 15টির বেশী ব্যক্তিগত সিটিং, অগণিত ভাষণ এবং গুরু শিষ্যের মধ্যে উচ্চ পর্যায়ের বার্তালাপ।

ঐ সফরের বর্ণনা থেকে কিছু মুক্তরাজি এখানে তুলে ধরা হল :

"দর্শন হল চিন্তার পথ, যোগ হল কিছু করা, আর উপলব্ধি হল কিছু না করার এক পথ"।

প্রঃ আমাদের বার্তা কি?
বাবুজী: আপামর শান্তি রচনা এবং ভেদহীন চিন্তা।

প্রঃ জীবন কি?
বাবুজী: জীবনের জীবনই হল প্রকৃত জীবন।

সুফি কবি সারমদের উদ্ধৃতি দিয়ে বাবুজী বলেন – "প্রেমের যন্ত্রণা হল মৃদু বাতাসে প্রজাপতির উদ্দেশ্যহীন উড়ে চলার মত। কিন্তু মথ একমাত্র নিজেকে অগ্নিশিখায় উৎসর্গ করে দিতে পারে"।

"আমাদের এ হেন প্রেম হওয়া উচিত। ঈশ্বরকে হৃদয়ে নিয়ে আসতে হাজার বছর লেগে যায়, তাও খুব কম সংখ্যক লোক তাতে সক্ষম হয়। তাই মৃত্যুর আগে মারা যাওয়াই হল একমাত্র পথ"।

"আমার পর্যালোচনা হল পাপীদের জন্য নরক, মূর্খের জন্য স্বর্গ আর মুক্তপ্রাপ্ত আত্মার জন্য উজ্জ্বল জগৎ"।

মানাপাক্কামে জাপানী পরিদর্শক

এক মনোগ্রাহী ভাব বিনিময়

জাপান যোগ সংগঠনের সভাপতি সেনসেই তাহারা এবং সহ–সভাপতি ওগিয়ানা কিমিকো, ৫০ জন সদস্য সহ গত ৯ সেপ্টেম্বর বাবুজী মেমোরিয়াল আশ্রমে কয়েক ঘন্টা অতিবাহিত করেন। আশ্রম ম্যানেজার ভ্রাঃ সত্যনারায়ণ সমগ্র আশ্রম ঘুরিয়ে দেখান এবং 'উ' ব্লকের মিটিং কক্ষে নিয়ে গিয়ে মিশনের পুস্তিকা, জাপানের প্রশিক্ষকদের নাম ও সৎসঙ্গের ঠিকানা প্রদান করেন।

যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রযুক্তি যথার্থভাবে কাজে লাগিয়ে জাপানের নাগোয়ার প্রশিক্ষকের সঙ্গে ই–মেলে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া হয়। ভঃ নিত্য শ্রীরাম সহজমার্গের উপর জপানী ভাষায় বক্তব্য রাখেন। ঐ দেশের তত্ত্বাবধায়ক ভ্রাঃ শ্রীরাম নিজে জাপানী ভাষায় নিজের পরিচয় দেন। এরপর ভঃ এরিনা নাকামুরা, ভ্রাঃ কানে এবং ভঃ ক্লারিসা বেগ মিশন ও পদ্ধতির উপর আলোকপাত করেন। জাপানী ভাষায় এই সামগ্রিক উপস্থাপনা শ্রোতাদের প্রশংসা কুড়াতে সক্ষম হয়। দু–তিন জন বাদে বাকী সবাই মহিলা এবং জাপানে সবাই যোগ– নির্দেশক হিসাবে কাজ করেন।

ভ্রাঃ দুরাইয়ের বক্তব্য শ্রীযুক্ত মারকাস অনুবাদ করে দেন যিনি নিজে এই দলটির পরিচালনায় যুক্ত। ৮০ বছরের শ্রী সেনসই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন এবং বলেন তিনি আগেই আমাদের আশ্রমে এসেছেন। সে সময় আশ্রম বাঁশের ঘর ছিল।

পরিদর্শকদের বলা হয় যে জাপানে তাঁরা আমাদের সবরকম পরিসেবা বিনামূল্যে গ্রহণ করতে পারে। সন্ধ্যায় চা ও জলযোগের পর জাপানী পরিদর্শকেরা ৬.৩০ মিনিটে বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে রওনা হন।

তামিলনাড়ুর দক্ষিণ অঞ্চল---এক পুনর্জাগরণ

৩ সেপ্টেম্বর থেকে ৬ সেপ্টেম্বর ভ্রাঃ এ পি দুরাই তামিলনাড়ুর তিরুনেভেলী ও কন্যাকুমারী জেলা পরিভ্রমণ করেন। তাঁর সফরের উদ্দেশ্য ছিল ঐ সব এলাকায় মিশনের কাজে অগ্রগতির উদ্যম এনে দেওয়া। যে সব কেন্দ্রে গুটিকতক অভ্যাসী রয়েছে (ভাদাকানগুলাম, নানগুনেরি, কোট্টারাম) এবং শহরতলীর নতুন কেন্দ্রগুলিতে (পানাগুঙ্গি, থোভানাই, রাধাপুরম, চিদাম্বরমপুরম, কোলিয়ানগুলাম, মানুর এবং কারাইয়েরিপ্পু) অগ্রগতির সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো। ঘরে সমাবেশের মাধ্যমে ভ্রাঃ দুরাই সম্ভাবনা সম্পন্ন অভ্যাসীদের মিশনের কাজে যোগ দিতে উৎসাহিত করেন এবং যাদের তিনি আগে থেকে জানতেন ও সহজমার্গের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে এমন কিছু অভ্যাসীকেও এই কাজে সামিল করার চেষ্টা করেন।

৩ সেপ্টেম্বর তিনি কন্যাকুমারী এবং কোট্টারামে এক মুক্ত আলোচনা চক্রের আয়োজন করেন। নাগেরকয়েলে সম্প্রতি গড়ে ওঠা উপ-কেন্দ্রে অভ্যাসীদের সঙ্গে আলোচনায় অংশ নেন। এরপর তিনি নাগেরকয়েলে ধ্যানকক্ষ পরিদর্শন করতে গেলে অভ্যাসীরা তাকে গুরুদেবের সঙ্গে একাত্মতা উন্নয়নের বিষয়ে বক্তব্য রাখতে অনুরোধ করে। এখান থেকে ১০ কিমি দূরে থোভালাইতে এক গৃহ সমাবেশে যোগ দেন। আমন্ত্রিতরা প্রশিক্ষকদের উপস্থাপনায় সম্পূর্ণ আপ্লুত হয়ে যান।

৪ সেপ্টেম্বর নানগুনেরি ও রাধাপুরমে এ হেন সমাবেশের আয়োজন করা হয়। এরপর তিনি কোলিয়ানকুলামে একটি বাড়িতে পরিদর্শনে গেলে আশেপাশের প্রতিবেশীরা তাঁর ভাষণ শুনতে আসে এবং মোহিত হয়ে ধ্যান শুরু করার আগ্রহ প্রকাশ করে। রাতে তিনি ভাদাকানগুলামে ফিরে আসেন এবং রাতে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন ও সাধনা বিষয়ে অভ্যাসীদের নানা প্রশ্নের উত্তর দেন।

৫ সেপ্টেম্বর (রবিবার) ভাদাকানগুলামে ভ্রাঃ দুরাই সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠানে সামিল হন। তিরুনেলভেলী, নাগেরকয়েল, কোট্টারাম কেন্দ্র থেকে প্রায় ৫০ জন অভ্যাসী ঐ দিন উপস্থিত ছিলেন। সৎসঙ্গের পর অভ্যাসীরা বক্তব্য রাখেন। প্রশিক্ষরা নানা বিষয়ের ব্যাখ্যা করেন এবং গুরুদেবের ভাষণের DVD প্রদর্শন করা হয়। এরপর এক মুক্ত আলোচনা চক্রে ২৫ জন শ্রোতার প্রায় ১২ জন প্রারম্ভিক সিটিং নিতে আগ্রহ প্রকাশ করে।

৬ সেপ্টেম্বর তিরুনেভেলী আশ্রম পরিদর্শনের পর তিনি মানুর ও কোদিয়ারিপ্পু গ্রামে গৃহ সমাবেশে যোগ দেন। এই সফরকালে ভ্রাঃ দুরাই লক্ষ্য করেন :-

- ❖গুরুদেবের লাগানো বীজ এখন জল সিঞ্চনের প্রতীক্ষায়, শুধু প্রয়োজন কর্মীর, বিশেষ করে প্রশিক্ষকদের যোগদান ,যাতে তারা নিজ কেন্দ্রের বাইরে গিয়ে নতুন কেন্দ্র গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই কেন্দ্র স্বাবলম্বী হয় ততক্ষণ তার তত্ত্বাবধানে ব্রতী হয়।
- ❖নতুন অভ্যাসীদের অবশ্যই সপ্তাহে একবার সিটিং নেওয়া উচিত।
- ❖প্রশিক্ষকদের উচিৎ অভ্যাসীদের কাছে সহজমার্গ পদ্ধতিকে সঠিকভাবে তুলে ধরা।
- ❖মুক্ত আলোচনা চক্র ও গৃহ সমাবেশের মাধ্যমে অভ্যাসী ও প্রশিক্ষকদের মধ্যে একতা বহুল পরিমানে জেগে উঠতে পারে। এ হেন পরিবেশে সকলের মধ্যে প্রবল উৎসাহ চোখে পড়ে এবং কাজের সময় প্রতি মূহুর্তে আমাদের গুরুদেবের উপস্থিতি উপলব্ধ হয়।

এই সফরের পর পর তামিলনাড়ু দক্ষিণের ZIC ভ্রাঃ টি. ভি. বিশ্বনাথ রাও ১০ থেকে ১২ সেপ্টেম্বর নিকটবর্তী বিরুধনগর, তুতিকোরিন এবং তিরুনেলভেলী জেলার কেন্দ্রগুলি পরিদর্শনে যান।

১০ সেপ্টেম্বর তিনি চিন্নাভাল্লিকুলাম আশ্রমে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। বিরুদ্ধনগর, আরুপুককোটি এবং কারিয়াপাটি কেন্দ্র থেকে প্রায় ৫০ জন অভ্যাসী সৎসঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। অভ্যাসীদের নিজ নিজ পরিচয় প্রদানের পর তিনি বিকেল পর্যন্ত সকলের সঙ্গে আলোচনায় রত থাকেন।

পরে কোভিলপট্টিতে প্রায় ২০ জন অভ্যাসী সৎসঙ্গে অংশ নেন এবং এরপর সাধনার উপর এক প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

১১ সেপ্টেম্বর সকালে তিনি আরুপুককোটি উপকেন্দ্র পরিদর্শনে যান এবং সৎসঙ্গ পরিচালনার পর ২৫ জন অভ্যাসীর উপস্থিতিতে এক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। ঐ দিন সন্ধ্যায় শ্রীভিলীপুথুরে প্রায় ৪৫ জন অভ্যাসীর উপস্থিতিতে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন এবং এরপর কতক আলোচনা করেন। সব অভ্যাসীরা আশ্রমের জন্য জমি কিনতে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

১২ সেপ্টেম্বর প্রায় ৭০ জন অভ্যাসীর উপস্থিতিতে রাজপালায়ামে রবিবারের সৎসঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়। এরপর প্রায় অর্দ্ধদিবস সাধনা ও চরিত্র নির্মাণের উপর এক মত বিনিময় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

বিকালে তিনি তিরুনেভেলি জেলার তেনকাসিতে সন্ধ্যার সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন যেখানে নিকটবর্তী পুলিয়ানগুদি, কাদায়ানালুর উপকেন্দ্র থেকে অভ্যাসীরা সমবেত হন। অভ্যাসীরা সহজমার্গকে বুঝতে পেরেছে এবং তাদের পরিবর্তন লক্ষ্য করেছে বলে নিজেদের অভিমত প্রকাশ করে।

এরপর ভ্রাঃ বিশ্বনাথ রাও পুলিয়ানগুদি উপকেন্দ্রে যান যেখানে ৩৫ জন অভ্যাসী অভ্যাস করছে। সেখান থেকে তিনি তিরুপ্পুর ফিরে আসেন।

Vadakkankulam

Nanguneri

জবলপুরে (এম.পি) আঞ্চলিক প্রশিক্ষক সভা

২১ ও ২২ আগষ্ট ২০১০

সম্প্রতি প্রকাশিত প্রশিক্ষদের DVD চালিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করা হয়। ভ্রাঃ শচীন সিনহা মধ্যপ্রদেশের GIS মানচিত্র উপস্থাপন করে এলাকাভিত্তিক আশ্রম ও অভ্যাসীর উপস্থিতি তুলে ধরেন। ভ্রাঃ এন. ভি . দেশপাে তার সুনিপুণ গবেষণামূলক উপস্থাপনায় বলেন প্রশিক্ষকদের কাজের ক্ষেত্রে কি করে প্রথমে ক্ষমতা দেওয়া , তারপর তাদের কাজে নিয়োগ করা হয় এবং শিখে উন্নত হওয়ার সুয়োগ দেওয়া হয় ,যা কিনা সাধারণ অনুশীলন প্রথার একেবারে বিপরীত। এই হল সহজমার্গের বিশেষত্ব। দশসূত্র থেকে আলোচনার জন্য কিছু প্রশ্ন তৈরী করা হয়েছিল।

কিছু প্রশিক্ষক তাদের অভিজ্ঞতা অন্যদের মধ্যে ব্যক্ত করেন এবং এরপর ক্রীড়া ও DVD অনুষ্ঠিত হয়।

দ্বিতীয় দিনে আবার DVD দেখান হয়। এই অঞ্চলের প্রশিক্ষকদের কাজ সংক্রান্ত তথ্য পরিসংখ্যান সকলের মধ্যে আলোচনা করা হয়। এরপর ভ্রাঃ নবীন মিশ্র তার রিপোর্ট ও অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করে।

মধ্যাহ্নভোজের পর ভ্রাঃ আনন্দ পারমার 'মিশনের ওয়েবসাইট ও ই–মেল ব্যবহার'–এর উপর এক সুন্দর বক্তব্য পেশ করেন। দেখা যায় প্রায় ৫০ শতাংশ সদস্য মিশনের নতুন ওয়েবসাইট সম্পর্কে অজ্ঞাত ছিল। 'তাঁকে আত্মস্থ করো' এই বিষয়ের উপর ভ্রাঃ শচীন সিনহা ভাষণ দেন। ২০১১ সালের পরিকল্পনা ও দশটি কর্মসূচী ZIC উপস্থাপন করেন।

মধ্যপ্রদেশের কর্মকারে সহায়ক ভ্রাঃ রাজেশ রাভেরকর SMRTI স্বেচ্ছাসেবীসহ এক রিপোর্ট পেশ করে এবং আগামী বছরের কর্মসূচীর এক তালিকার খসড়ার কাজ প্রায় শেষ বলে ব্যক্ত করেন। জবলপুরের ZIC ভ্রাঃ আনন্দ সমাগত সকলকে উপস্থিত হওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। জবলপুর কেন্দ্রের অভ্যাসীদের এ হেন অনুষ্ঠান আয়োজনের উদ্যোগের জন্য তিনি বিশেষভাবে ধন্যবাদ দেন। প্রায় ৫৫ জন প্রশিক্ষক ও ৫০ জন স্বেচ্ছাসেবী এই সভায় অংশগ্রহণ করে।

তামিলনাড়ু উত্তর অঞ্চলের কেন্দ্র অধিকর্তা ও প্রশিক্ষক অধিকর্তাদের সভা

১১ সেপ্টেম্বর মানাপাক্কাম আশ্রমে তামিলনাড়ু ও আন্দামান–নিকোবরের ৫২ জন এই সভায় যোগ দেন। ভ্রাঃ এ. পি. দুরাই ও ZIC ভ্রাঃ এস. প্রকাশ এর ভাষণ দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়।

আগে থেকে দল তৈরী করে আলোচনার বিষয়বস্তু দিয়ে দেওয়া হয় যাতে সকলে প্রস্তুত হয়ে আসতে পারে। আলোচনার বিষয় ছিল, 'অভ্যাসীর আধ্যাত্মিক প্রগতির জন্য পরিকল্পনা', 'কেন্দ্রের অগ্রগতি ও পরিপুষ্টতা', 'অভ্যাসীদের চরিত্র পরিবর্তন' এবং 'মূল্যবোধভিত্তিক শিক্ষার মাধ্যমে যুবগোষ্ঠীর উপর অধিক আলোকপাত'। আলোচনায় যে বিষয়গুলি উঠে আসে তা হল, 'মিশনের সাহিত্যপাঠের গুরুত্ব', 'স্বেচ্ছাসেবী কাজের মাধ্যমে সেবা প্রদান', 'আত্মিক পূজা', 'অপরের জন্য প্রার্থনা', 'ভালো বাতাবরণ তৈরী করা', 'গুরুদেবের কাছে অভ্যাসীকে ভালোভাবে পরিচিতি করানো', 'নিয়মানুবর্তীতা', 'প্রেমসিক্ত অভ্যাস', 'সতত–স্মরণ', 'আবেগ ও অনুভবের মধ্যে পার্থক্য করতে শেখা', 'মানবিক মূল্যবোধ', 'দল পরিচালনা' ইত্যাদি। সমগ্র অধিবেশনে অনেক কিছু শেখার মত বিষয় ছিল।

ভেলোরের ভ্রাঃ লক্ষ্মীনারায়ণ ব্যক্তিগত সিটিং ও প্রশিক্ষকদের নিজ কেন্দ্রের বাইরে যাবার গুরুত্বের উপর আলোকপাত করেন। সব কেন্দ্রে ATP পরিবর্তন আনতে সহায়তা করেছে। তাই নতুন নতুন কেন্দ্র চিহ্নিত করে তাতে সমাবেশ ঘটিয়ে কার্যক্রম চালানো ফলপ্রসূ হতে পারে।

SMRTI, সদস্য–সংক্রান্ত, প্রকাশনা, হিসাব সংরক্ষণ ইত্যাদি বিভাগের উপস্থাপনায় স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, কেন্দ্রগুলি থেকে কি আশা করা হয়।

ভ্রাঃ এস. প্রকাশ তার দশ দফা কর্মসূচী তুলে ধরেন। যাতে ছিল–সব কেন্দ্রে ATP পরিচালনা করা, মুক্ত আলোচনা চক্র, গৃহ সমাবেশ, স্বাগতম দপ্তর, ব্যক্তিগত সাধনার উপর গুরুত্ব, প্রশিক্ষকদের পরিদর্শন, রবিবারের কার্যক্রম, নতুন কেন্দ্র গড়ে তোলা, যুব উন্নয়ন, ভান্ডারায় অংশ নেওয়া, মানাপাক্কামে পরিদর্শন, মিশনের সাহিত্যের যথাযথ ব্যবহার। অংশগ্রহণকারীরা গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করলে তিনি বলেন, 'এরপর থেকে ভালো কাজ করো'।

Allahabad

Ranchi

অভ্যাসী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

SMRTI অভ্যাসী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সারা ভারতে পরিচলিত হচ্ছে। অভ্যাসীদের মতে এই কার্যক্রমের ফলে তারা খুব উপকৃত হয়েছে এবং নিয়মিত সাধনায় যথেষ্ট অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। সহজমার্গ সাধনার সব রকম দিক এত সুন্দরভাবে সাজানো যে তা সাধনা সংক্রান্ত অনেক সন্দেহের নিরসন ঘটাতে সক্ষম। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম প্রবল উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সকলে গ্রহণ করে। অধিকাংশ অভ্যাসী গুরুদেবের ভিডিও ও রেকর্ড করা বক্তব্য সাধনা বিষয়ক অনেক দিক স্পষ্ট করে দেয়। এই কার্যক্রমের বারা অভ্যাসীরা ডায়েরী লেখার গুরুত্ব বুঝতে পারে। এছাড়াও নিয়মিত মিশনের সাহিত্য পাঠ, সৎসঙ্গে যোগ দেওয়া ইত্যাদির মাহাত্ম্য যথার্থভাবে উপলব্ধ হয়।

কেন্দ্র	তারিখ	অংশগ্রহনকারী কেন্দ্র	সংগঠক
সত্যমঙ্গলম	২৯ আগস্ট	সত্যমঙ্গলম, পুলিয়ামপট্টি ও আন্নুর কেন্দ্র	ভ্রাঃ অশোকন, ভ্রাঃ আন্নাদুরাই ও কোয়েম্বাটোর কেন্দ্রের প্রশিক্ষক ভ্রাঃপালানি কুমারণ
KGF কেন্দ্র	৫ সেপ্টেম্বর	কে.জি.এফ, মুলাবাগাল ও ক্কুপম (এ.পি.)	মাইশোরের ভ্রাঃ শশীকান্ত ও ভ্রাঃ শ্রীধর
জামশেদপুর	১৮ সেপ্টেম্বর		ভঃ অনসূয়া রামচন্দ্রন
উনা, হি.প্র.	৩ অক্টোবর	উনা ও নিকটবর্তী কেন্দ্র যেমন বাজৌরা (কুলু) ও পালামপুর	জম্মুর এ.টি.পি টীম
মুম্বাই	১৪ আগস্ট		ভ্রাঃ মনি
নানদেদ	২২ আগস্ট		চিখালি কেন্দ্রের ডঃ পরিহার ও ডঃ চৌধারী
সেদাম, গুলবর্গা	৫ সেপ্টেম্বর		
রাইচুর, উত্তর কর্নাটক	১২ সেপ্টেম্বর		ভ্রাঃ প্রহ্লাদ পাকনিকার
গুলবর্গা	১৯ সেপ্টেম্বর		ভ্রাঃ নিজলিঙ্গাপ্পা ও ভ্রাঃ মহেশ দেশপান্ডে
কুর্নুল	২২ আগস্ট		
অনন্তপুর	২৯ আগস্ট		
নান্দিয়াল	১২ সেপ্টেম্বর		
কাডাপা	১৯ সেপ্টেম্বর		
হিন্দুপুর	১০ অক্টোবর		স্মৃতি চৌবে, ভঃ নীরা ভার্মা, ভঃ ইন্দু পান্ডে ও ভ্রাঃ অতুল জৈন
রাঁচী	২ অক্টোবর		
বিরুদ্ধনগর	২৬ সেপ্টেম্বর	বিরুদ্ধুনগর,শ্রীভিল্লিপুথুর, শিবকাশী ও কোভিলপট্টি	ভ্রাঃ বালা সুব্রামনিয়াম
রাঁচী	২৬ সেপ্টেম্বর	বিহার ও ঝাড়খন্ড	ভঃ অনসূয়া রামচন্দ্রন

Virudhunagar

Ananthapur

Sedam

আলুভা– তে আঞ্চলিক কার্যক্রম

১০–১২ সেপ্টেমর আলুভা আঞ্চলিক আশ্রমে তিনদিনের এক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। সৎসঙ্গ দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। SMRTI–র প্রস্তুত করা CD দিয়ে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ কার্যসূচী শুরু করা হয়। মধ্যাহ্নভোজের পর অভ্যাসীদের উপস্থাপনার উপর আলোচনা করা হয়। তিরুপ্পুরের ভ্রাঃ এন. প্রকাশ সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন এবং এরপর সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। পরে কথোপকথনের সময় তিনি বলেন, কেরলে সহজমার্গের অগ্রগতির বিষয়ে গুরুদেব খুব খুশী।

১১ সেপ্টেমর সকাল সাড়ে ছ'টায় প্রশিক্ষকদের জন্য সৎসঙ্গ পরিচালিত হয় এবং এরপর সকাল সাড়ে ন'টায় সাধারণ সৎসঙ্গ পরিচালনা করা হয়। ভ্রাঃ প্রকাশের দীপ্ত ভাষণের বিষয় ছিল পর্যবেক্ষণ করা, আজ্ঞা পালন ও তাঁর মত হওয়ার প্রচেষ্টা করা। ডঃ সি. সাথিসান মালায়ালাম ভাষণ দেন। মধ্যাহ্নভোজের পর অভ্যাসীরা তাদের দৃষ্টিভঙ্গী পেশ করে। ভ্রাঃ কে. ইউ. মোহন এর উদ্যোগে এক জনসমাবেশের আয়োজন করা হয়েছিল। ১২ সেপ্টেমর সকাল ৭–৩০ মিনিটে সৎসঙ্গের পর আলোচনাচক্র সমাপ্ত হয়। ভ্রাঃ সুন্দরম ও ভ্রাঃ প্রকাশ অনুষ্ঠানে সমাপ্তি ভাষণ দেন। আলুভার ৭ টি কেন্দ্র ও ৭টি উপকেন্দ্র থেকে ২৩০ জন অভ্যাসী এতে অংশ গ্রহণ করে।

এলাহাবাদ

১৫ আগষ্ট এলাহাবাদ কেন্দ্রে এক ATP অনুষ্ঠিত হয়। এলাহাবাদ ও ঝাঁসি কেন্দ্রের ৩৫ জন শিক্ষানবিশ এই অনুষ্ঠানে অংশ নেয়। CIC ভ্রাঃ ত্রিবেদীর স্বাগত ভাষণের পর ভ্রাঃ উমাশঙ্কর (সচিব) অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন এবং ভঃ ললিতা শর্মা তার স্বেচ্ছাসেবীদল সহ সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করে। প্রতিটি অধিবেশনে প্রশ্নোত্তর পর্ব সম্পন্ন করা হয়। ৫ সেপ্টেমর অনুষ্ঠিত আরও এক ATP তে এলাহাবাদ, ঝুসি, বান্দা, থারওয়াই ও রামপুর থেকে ৩৬ জন শিক্ষানবীশ অংশগ্রহণ করে।

তিরুপ্পুর, তামিলনাড়ু (দক্ষিণ)

জাতীয় সেবা যোজনায় K.S.C স্কুলের (তিরুপ্পুর) ২৫ জন ছাত্র ২৫ সেপ্টেমর থেকে ডায়মন্ড জুবিলী পার্কে ছ' দিন ব্যাপী এক শিবিরে যোগ দেয়। ছাত্ররা প্রত্যেকদিন দুপুর ২–৩০ মিনিটে আশ্রমের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করে এবং নিয়মানুবর্তীতা ও চরিত্রের উপর গুরুদেবের চিন্তার উপর বক্তব্য রাখে।

৩ অক্টোবর রবিবার তিরুপ্পুরে চেট্টিয়াপালায়াম যোগাশ্রমে এক মুক্ত আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়েছিল। সৎসঙ্গের পর ZIC ভ্রাঃ টি. ভি. বিশ্বনাথ রাও অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানান। ৪৫ জন আমন্ত্রিত ব্যক্তি এতে যোগদান করে। CIC ভ্রাঃ শানমুগম ও ভ্রাঃ এন প্রকাশ সহজমার্গ পদ্ধতি বিশদভাবে ব্যক্ত করে। ২২ জন শ্রোতা মিশনে যোগ দিতে ইচ্ছুক হয়ে ঐ দিনই প্রাথমিক সিটিং গ্রহণ করে।

রাইপুর

গত ২৩ সেপ্টেমর ৬৫ ব্যাটেলিয়ন CRPF মুখ্য কার্যালয়ে আয়োজিত এক আলোচনা চক্রে জওয়ানদের 'দৈনন্দিন জীবনে ধ্যানের প্রয়োজনের' উপর আলোকপাত করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ছিলেন ভ্রাঃ সন্দীপ দত্ত যিনি CRPF এর DIGP।

ভঃ রজনী দত্ত মানুষের মনের ভারসাম্যহীনতা ও অশান্ত মনকে শান্ত করার প্রয়োজনের উপর বক্তব্য রাখে। জওয়ানদের দৈনন্দিন জীবনে ধ্যানের প্রয়োজনীয়তার উপর ভ্রাঃ দীপক ত্যাগী আলোকপাত করে। তিনি বলেন ধ্যানের মাধ্যমে শুধু অনন্তে যুক্ত হওয়াই নয়, বরং আমাদের পারিবারিক জীবনে, দেশ ও সমাজে প্রকৃত অর্থে আনন্দের বাতাবরণ তৈরী করতে সক্ষম। জওয়ানদের সব প্রশ্নের উত্তর দেন ভ্রাঃ ত্যাগী। অধিকাংশ প্রশ্ন ছিল মানসিক চাপ, অজানা ভয়, আশাহত বিষয়কে কেন্দ্র করে। ভ্রাঃ ত্যাগী ধ্যানের শক্তির উল্লেখ করে বলেন, যে কোনও সমস্যা সামলানোর ক্ষমতা ধ্যানের মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব।

আলুভা– তে VBSE আলোচনা চক্র ও কর্মশালা

পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে গত ২৯ আগষ্ট কেরলের আঞ্চলিক আশ্রমে এক আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন স্কুলের ৪৫ জন ছাত্র–ছাত্রী এতে অংশগ্রহণ করে। রাজশ্রী স্কুলের অধ্যক্ষ সুশান জন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। সবশেষে শিশুদের আবৃত্তি ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতা ও একটি কুইজ অনুষ্ঠিত হয়। বাচ্চাদের থেকে খুব উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া পাওয়া গিয়েছিল। অধ্যক্ষ নিজে তাঁর স্কুলে শিক্ষকদের জন্য এক কর্মশালা আয়োজনের অনুরোধ করে। এরপর ২৫ সেপ্টেম্বর কাদুনগালুর রাজশ্রী SMM স্কুলে একদিনের এক VBSE কর্মশালা আয়োজিত হয়। ভ্রাঃ এ মাধবন, ভ্রাঃ টি.পি. নারায়ানন, ভ্রাঃ এ জয়প্রকাশ, ভ্রাঃ বিজয়াকৃষ্ণাণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

গুজরাটে VBSE–র হালচিত্র

ভ্রাঃ বিলাস ভোন্দে দক্ষিণ গুজরাট অঞ্চলের VBSE সমন্বয় সহকারী হিসাবে নিযুক্ত হন। গুজরাটের স্বেচ্ছাসেবীদল সারা রাজ্যে VBSE সিলেবাস চালু করার জন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের কাজে প্রস্তুত হতে শুরু করেছে। বরোদা, বাপী, ভাবনগর, আমেদাবাদ, সুরাট, আনন্দ, দমন, নভসারী, ভালসাদ, ভুজ, জামনগর এবং রাজকোটে স্কুলের সঙ্গে যোগাযোগ করা, স্বেচ্ছাসেবীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং অভ্যাসীদের অবগত করার সম্যক প্রয়াস পুরোদমে শুরু হয়ে গিয়েছে।

কিছু স্কুলে ইতিমধ্যে VBSE ক্লাস শুরু হয়ে গিয়েছে। সমগ্র কার্যক্রম SMRITI–র নতুন সিলেবাসের ভিত্তিতে গড়ে তোলা যা অংশগ্রহণকারীদের কাছে বেশ কৌতূহল সৃষ্টি করে। শিক্ষকরা পুরো কার্যক্রম খুব উপভোগ করেন এবং বিশেষ করে নির্বাক উদাহরণের উপস্থাপনা তাদের আকৃষ্ট করে। নানারকম কাট–আউট, ফ্ল্যাস–কার্ড, পিপিটি, ছোট তথ্যচিত্র, ক্রীড়া, গোষ্ঠীগত আলোচনা এসবের অন্তর্গত ছিল।

সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, প্রত্যেক অর্দ্ধদিবস কার্যক্রমে নানা বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হবে যাতে অভ্যাসীরা নিজেদের মধ্যে 'নবরত্ন' আরোপ করার প্রয়াস চালিয়ে যেতে পারে।

আপাতত গুজরাটের ১০টি কেন্দ্রের ১৩টি স্কুলে VBSE প্রোগ্রাম চালু করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে ভঃ তারা চৌহান ও তার অনুবাদ দলের সহায়তায় সিলেবাস গুজরাটিতে অনুবাদ হয়ে গিয়েছে।

কনকপুরা, দক্ষিণ কর্নাটক

লায়ন্স ক্লাবের সদস্য ভ্রাঃ স্বামী ও ভ্রাঃ ভেঙ্কটেশ কনকপুরায় VBSE সেমিনার আয়োজন করার জন্য এগিয়ে আসেন। ১৩ সেপ্টেম্বর লায়ন্স উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এবং হাম্‌সভাহিনি উচ্চ প্রাথমিক স্কুলে ৩৬ জন শিক্ষকের উপস্থিতিতে এক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যসূচীর আয়োজন হয়।

৫ মিনিট নীরব প্রার্থনার মধ্যে দিয়ে ভঃ মাধুরী অনুষ্ঠানের শুরু করেন। SRCM–এর উপর এক সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিয়ে তিনি তার আলোচ্য বিষয় – "মূল্যবোধ কি", "মূল্যবোধের প্রয়োজন", "অভিভাবক ও শিক্ষকের ভূমিকা", "শিশুদের জন্য যোগ্য বাতাবরণ গড়ে তোলা" – ইত্যাদির উপর একে একে আলোকপাত করেন। আকর্ষনীয় ক্রীড়া, নানা উদাহরণ, দলগত আলোচনা সকলের মধ্যে প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। উপস্থিত শিক্ষকরা তাদের স্কুলে VBSE চালু করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান।

কনকপুরার VBSE দল স্কুলগুলো পুনরায় পরিদর্শন করে শিক্ষকদের সঙ্গে স্বাভাবিক পরিবেশে আলোচনা করে, এই কার্যক্রম চালু করার জন্য আরও সহায়তা প্রয়োজন হলে তার ব্যবস্থা করার উপায় নির্ধারণ করবে।

রাঁচী

"জ্ঞান আহরণ যদি অপরের উপকারে না লাগে তবে তা নিছক জ্ঞান আহরণ মাত্র, এবং তা এক অপূর্ণ হতাশার অন্ধ বাতায়নে সমাপ্ত হয়ে যায়। শিক্ষা যদি ছাত্রদের জীবনে, মনে পরিবর্তন না আনতে পারে, যদি তাদের চরিত্রে পরিবর্তন না আনতে পারে তবে সেই শিক্ষা অর্থহীন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর উচিত তাদের ছাত্রদের শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে এমনভাবে গড়ে তোলা যাতে তারা এক সুন্দর দেশ গড়ে তুলতে পারে। আমরা আমাদের অতীতের গৌরবে গৌরবান্বিত তাই আমাদের ভবিষ্যত যাতে এই গৌরব থেকে কোনমতে সরে যেতে না পারে সেই দিকে সচেষ্ট হতে হবে"। (ভঃ সরলা বিড়লা)

রাঁচির স্বেচ্ছাসেবীরা VBSE প্রতিষ্ঠাতা সরলা বিড়লার দৃষ্টিভঙ্গীর উপর নতুন আঙ্গিকে এক মনোগ্রাহী উপস্থাপনা ৫০ জন শিক্ষকের মধ্যে পেশ করে যা উপস্থিত শ্রোতাদের চারঘন্টা সাগ্রহ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। SMRTI––র এই কার্যক্রম কি করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সে বিষয়ে স্কুলগুলো আলোচনা চালিয়ে যেতে সম্মত হয়।

স্বেচ্ছাসেবী সুনন্দা চৌহান, অনিতা তিওয়ারী, শীতল চৌহান, অনুরাধা চৌহান, সংগীতা সোমানী, মনোজ তিওয়ারী, ডঃ শ্যাম নারায়ন, রামাবতার সাহু, শোভা সাহু এবং অরুণ কুমার লাল এই কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনায় যুক্ত ছিলেন।

উৎসাহী যুব ছাত্র গোষ্ঠী

আমেদাবাদ সেমিনার

SRCM–র বোর্ডে লেখা "ধ্যানের মাধ্যমে মনের নিয়ন্ত্রণ" কথাটা আমেদাবাদের নিরমা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল শিক্ষানবীশের চোখে পড়ে। তারা এ বিষয়ে আরও জানতে আগ্রহী হলে আদালজ আশ্রমে এক আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়। ১৯–২৩ বছর বয়সের আগ্রহী অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে গত ২ অক্টোবর ৯০ মিনিটের আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। ভ্রাঃ জিগনেশ এই আলোচনা চক্র পরিচালনা করে। এই প্রথম জিজ্ঞাসুরা মিশনের বোর্ড দেখে আগ্রহী হয়ে উঠেছিল।

সিদ্ধিপেট, অন্ধ্রপ্রদেশ

SRCM এর সদ্য সমাপ্ত প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা সুচিন্তিত বিষয়ের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে গভঃ ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ ভেঙ্কটরমণ সিদ্দিপেট কেন্দ্রকে স্নাতক স্তরের ছাত্রীদের জন্য মনের নিয়ন্ত্রণ এর উপর এক আলোচনা চক্র আয়োজনের অনুরোধ করে। প্রায় ৮০ জন বিভিন্ন শাখার ছাত্রী গত ৬ অক্টোবর এক মত বিনিময় আলোচনায় সামিল হয়। 'ধ্যানের মাধ্যমে মনের নিয়ন্ত্রণ' ও 'জীবনের লক্ষ্য সবার আগে ঠিক করা উচিত' বিষয়ের উপর প্রশিক্ষকরা বক্তব্য রাখে।

খানাপুর, উত্তর কর্ণাটক

"উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমান পরিস্থিতিতে আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজনের" উপর বেলগাম জেলার মারাঠা মন্ডলের কলা ও বিজ্ঞান কলেজ গত ৯ সেপ্টেম্বর রাজ্যস্তরে এক আলোচনা চক্রের আয়োজন করে। SRCMকেও তারা আমন্ত্রণ জানায় এবং একটা লেখা কলেজের সুভেনিরে প্রকাশিত হয়। সারা রাজ্য থেকে প্রায় ১৫০ জন প্রতিনিধি ও ছাত্রছাত্রী এতে যোগদান করে।

ভ্রাঃ রাজু কাশামপুরকার মিশনের নানা বিষয় যেমন বর্তমান পরিস্থিতিতে আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজনীয়তা, মানবজীবনের প্রকৃত লক্ষ্য, যুবমানসের উচিত আধ্যাত্মিক অনুশীলনে সামিল হওয়া ইত্যাদির উপর আলোকপাত করেন। এরপর মিশনের পুস্তিকা আগ্রহীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

উচ্চমানের যুব আলোচনা চক্র, ব্যাঙ্গালোর

১০ থেকে ১২ সেপ্টেম্বর তিনদিন ব্যাপী এক আবাসিক উচ্চমানের যুব আলোচনা চক্র ব্যাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত হয়। বিষয়বস্তু ছিল –"আমারাই ভবিষ্যৎ"। এর উদ্দেশ্য ছিল যুবকদের সাধনা, দশসূত্র, পরিবর্তনের প্রতিরোধ, লক্ষ্যকে গ্রহণ করা, অহং এর মোকাবিলা, নিঃস্বার্থ সেবা, ভবিষ্যতের পতাকা বহন করার দায়িত্ব বিষয়ে গভীর উপলব্ধি করানো। এই সেমিনারে তিন বছরের বেশী সহজমার্গ অনুশীলনে আছেন এমন ২০ থেকে ৩৫ বছরের ৩১ জন অভ্যাসী অংশগ্রহণ করেন।

যুবকদের সঙ্গে আলোচনা করে আলোচ্য বিষয় আগে থেকে স্থির করা হয়। সমন্বয়কারী তত্বগত বিষয়কে গুরুদেবের সেখানো পথে আত্মগত করার শিক্ষা বাস্তবায়িত করার এক অভিনব প্রয়াস রচনা করেন।

উপস্থিত সকলেই খুব মুগ্ধ। মন ও হৃদয়ের সূক্ষ্ম পার্থক্য তারা অবগত করতে পেরেছেন। তাদের বক্তব্য হল–এই আলোচনা চক্র সহজমার্গের বিভিন্ন দিকের এত গভীরে নিয়ে গিয়েছে যে তা সাধনার ক্ষেত্রে খুবই সহায়ক।

ম্যাঙ্গালোর, দক্ষিণ কর্নাটক

শ্রীনিবাস ইনষ্টিটিউট অব্ ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজে গত ১৮ সেপ্টেম্বর SRCM এক মুক্ত আলোচনা চক্রের আয়োজন করে। ভ্রাঃ প্রসাদ কৃষ্ণ অতিথি ভাষণের সময় এই কার্যক্রম পরিচালনা করেন যাতে প্রায় ১২০ জন MBA ছাত্র উপস্থিত ছিলেন। বিষয়বস্তু ছিল –"ধ্যানের মাধ্যমে মনের নিয়ন্ত্রণ"। জীবনে লক্ষ্য স্থির করার গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে ভ্রাঃ কৃষ্ণা বলেন সময়ের সদ্ব্যবহার করা খুবই প্রয়োজন। তাই বর্তমান মুহূর্তকে কাজে লাগাতে আহ্বান জানিয়ে তিনি একবার সহজমার্গকে চেষ্টা করে দেখতে অনুরোধ করেন। এ বিষয়ে তিনি সহজমার্গ পদ্ধতির উপর বিশদ ব্যাখ্যা করেন। অধ্যক্ষ ও সহ–অধ্যক্ষ খুব খুশী এবং সেইসঙ্গে ১৬ জন ছাত্র মিশনে যোগ দেবার আগ্রহ প্রকাশ করেন।

Khanapur

Bangalore

জ্যোতির্কেন্দ্র

সোনেপত, হরিয়ানা

সোনেপত–বাহালগড় রাস্তায় ফাজিলপুর পাওয়ার হাউসের কাছে সেক্টর ১২, পার্ট– IVএ সোনেপত আশ্রম অবস্থিত। সোনেপত রেল স্টেশন থেকে ৪ কিমি এবং বাস স্ট্যা থেকে এর দূরত্ব ৩ কিমি। নিউ দিল্লী–চীগড় জাতীয় সড়ক ১নং বাহালগড় চক্ থেকে মাত্র পাঁচ মিনিটের পথ। ২০০৩ সালে হরিয়ানা গ্রামীন উন্নয়ন সংস্থা ১১৪০ বর্গমিটারের একটুকরো জমি প্রদান করে, জমির পুরো দাম সোনেপত কেন্দ্রের অভ্যাসীরা বহন করেন এবং ৫ ডিসেম্বর ২০০৩ সালে গুরুদেব ভূমিপূজা সম্পন্ন করেন।

২০০৫ সালের ৯ অক্টোবর আশ্রমের নির্মাণকার্য শুরু হয় এবং সবচেয়ে কণিষ্ঠতম অভ্যাসী এর শিলান্যাস করেন। ২০০৭ সালে নির্মাণকার্য শেষ হয়। অভ্যাসী স্বেচ্ছাসেবীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের দরুণ অনেক খরচ লাঘব হয়।

২০০৯ সালের ২ ফেব্রুয়ারী বসন্ত পঞ্চমীতে প্রথম সৎসঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়। ৭ ফেব্রুয়ারী ২০০৯, গুরুদেব আশ্রম উদ্‌ঘাটন করেন। এই উপলক্ষে তিনি বলেন, "যদি সত্যিই ঈশ্বরের কোন ধর্ম থাকে বা সে কিছু বলতে চায়, বা দেখাতে চায় অথবা নিজেকে প্রকাশ করতে চায় তাহলে তা হল – ঈশ্বরই প্রেম। তাই আমরা যখন ভালোবাসতে শিখি তখন ঈশ্বরের মত হয়ে যাই"।

আশ্রমের নির্মাণ কাজের এলাকা নীচে ৪১৬২ বর্গফুট। প্রথম তলায় ৪০২৭ বর্গ ফুট। নীচতলার দুটো বহুশয্যাবিশিষ্ট কক্ষে ১০০ জন অভ্যাসী থাকতে পারে। ধ্যান কক্ষ প্রথম তলায়, যার উপরে দুদিকে বারান্দা ও একটা উঁচু মঞ্চ রয়েছে। ধ্যানকক্ষের উপর থেকে সুন্দর একটা ঝালর ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। নীচে সুসজ্জিত অফিস, কম্পিউটার ও প্রশিক্ষণ কাজের জন্য প্রজেক্টর রয়েছে।

রবিবার সকালে ও বুধবার সন্ধ্যায় আশ্রমে নিয়মিত সৎসঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়। গুরুদেবদের জন্মদিনে সেখানে ভা ারা অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেক মাসের প্রথম রবিবার পুরো দিনের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। যেমন অভ্যাসী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ইত্যাদি।

আশ্রম তিন দিক দিয়ে উন্মুক্ত এবং একদিকে আছে শ্রী রাম শিক্ষা সদন। দুটো বড় গেট আশ্রমকে বড় সড়কের সঙ্গে যুক্ত করেছে। সুন্দর বাগান, ঝর্ণা আশ্রমের সৌন্দর্য্যকে বাড়িয়ে দিয়েছে।

To download or subscribe to this newsletter, please visit http://www.sahajmarg.org/newsletter/india For feedback, suggestions and news articles please send email to in.newsletter@srcm.org
© 2009 Shri Ram Chandra Mission ("SRCM"). All rights reserved. “Shri Ram Chandra Mission", "Sahaj Marg", “SRCM”, “Constant Remembrance” and the Mission's Emblem are registered Trademarks of Shri Ram Chandra Mission.This Newsletter is intended exclusively for the members of SRCM. The views expressed in the various articles are provided by various volunteers and are not necessarily those of SRCM.